হে হৃদয়
জীবনানন্দ দাশ

হে হৃদয়,
নিস্তব্ধতা ?
চারিদিকে মৃত সব অরন্যেরা বুঝি ?
মাথার ওপরে চাঁদ
চলেছে কেবলই মেঘ কেটে,পথ খুজে-

পেঁচার পাখায়
জোনাকির গায়ে
ঘাসের ওপরে কি যে শিশিরের মতোধূসরতা
দীপ্ত হয় না কিছু ?
ধ্বনিও হয় না আর ?

হলুদ দু' ঠ্যাং তুলে নেচে রোগা শালিকের মতো যেন কথা
বলে চলে তবুও জীবন;
বয়স তোমার কত ? চল্লিশ বছর হলো ?
প্রনয়ের পালা ঢের এল-গেল-
হল না মিলন ?

র্পব তের পথে পথে,রৌদ্রে রক্তে অক্লান্ত সফরে
খচ্চরের পিঠে কারা চড়ে ?
পতন্‌জলী এসে বলে দেবে
প্রভেদ কি, যারা শুধু বসে থেকে ব্যথা পায় মৃত্যুর গহ্বরে
মুখে রক্ত তুলে যারা খচ্চরের পিঠ থেকে পড়ে যায় ?

মৃত সব অরন্যেরা
আমার এ জীবেনর মৃত অরন্যেরা বুঝি বলে
কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে ?
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নীচে
কেন চলে যেতে চাও মিছে;
কোথাও পাবে না কিছু;
মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হয়ে
অন্তহীন অন্ধকারে আছে
লীন সব অরন্যের কাছে!

আমি তবু বলি:
এখনও যে কটা দিন বেঁচে আছি সূ´যে সূ´যে চলি,
দেখা যাক পৃথিবীর ঘাস
সৃষ্টির বিষের বিন্দু আর

নিষ্পেষিত মনুষ্যতার
আঁধারের থেকে আনে কি করে যে মহানীলাকাশ!!
ভাবা যাক- ভাবা যাক-
ইতিহাস খুঁড়েলই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রুশার মতো শত-শত
শত জল ঝরণার ধ্বনি!!